কালের কণ্ঠ

তারিখ 19 JUN 2015
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

ছাত্ররাজনীতির নামে সন্ত্রাস

ছাত্রলীগকে নিয়ন্ত্রণ করুন

'ছাত্রনং অধ্যয়নং তপঃ' অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। এর পাশাপাশি সামাজিক দায়বোধও থাকে এবং এ কারণেই আমাদের ছাত্রসমাজ ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধসহ বিভিন্ন সময়ে কালজয়ী ভূমিকা রেখেছে। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, ছাত্রদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা আজ ম্রিয়মাণ। ছাত্রসংগঠন মানেই এখন লেজুড়বৃত্তি। সমাজ বদল নয়, বরং স্বল্প সময়ে ভাগ্য বদলের লক্ষ্যে তরুণরা ছাত্ররাজনীতিমুখী হচ্ছে। বৃহৎ আদর্শ থেকে সরে এসে ক্ষুদ্র আদর্শে তাড়িত বলে তারা জড়াচ্ছে খুনখারাবি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ নানা অপরাধে।

দেশে রাজনৈতিক দলের নাম ভাঙিয়ে স্বার্থ উদ্ধারের সংস্কৃতি যত প্রবল হয়েছে বিভিন্ন দলের অঙ্গ বা সহযোগী সংগঠনগুলোতে স্বার্থান্বেষী মুখের ভিড় তত বেড়েছে। আর দল ক্ষমতায় থাকলে তো রীতিমতো পোয়াবারো। উদাহরণস্বরূপ, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ, যুবলীগ নিয়মিতই নেতিবাচক খবর হচ্ছে জাতীয় গণমাধ্যমে। সর্বশেষ গত বুধবার ছাত্রলীগ খবর হয় নারায়ণগঞ্জে, প্রগতিশীল ছাত্রজোটের ওপর হামলা চালিয়ে; অথচ জোটের ব্যানারে শিক্ষার্থীরা ভর্তি বাণিজ্য ও দখলদারির প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চলতি মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর একাধিকবার ছাত্রলীগকে তাদের বেপরোয়া আচরণের জন্য হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন এবং তাঁর এ ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ছাত্রলীগকে সময়ে সময়ে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন এই ভূমিকা দলের কেন্দ্রীয় বা জেলা নেতৃত্বের মধ্যে খুব একটা দৃশ্যমান নয়। উল্টো নানা স্থানে ক্ষমতাসীন দলেও কোন্দল জিইয়ে রাখা হচ্ছে এবং ছাত্রনেতারাও কেউ এই গ্রুপে, কেউ অন্য গ্রুপে ভাগ হয়ে গেছেন। আর এই বিভক্তি থেকেও ঘটছে সহিংসতা। অতএব, দায়টা কিছুতেই এককভাবে ছাত্রলীগের নয়।

একই কথা বিএনপি, ছাত্রদল তথা লেজুড়বৃত্তির রাজনীতির চর্চাকারী সব দল বা সংগঠনের বেলায়ও প্রযোজ্য। কারণ ক্ষমতার বলয় গড়া থেকে ধরে রাখা, নির্বাচনসহ নানা স্বার্থসিদ্ধিতে সব দলই ব্যবহার করছে ছাত্রসংগঠনগুলোকে। অপরাধীদের কোনো দল নেই—এই বক্তৃতা দিয়ে মঞ্চ থেকে নেমেই দলবাজিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আমাদের রাজনীতিতে এমন নেতার অভাব নেই।

আছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কারো কারো পক্ষপাতদুষ্ট ভূমিকা। প্রভাবশালীদের চাপ, পদোন্নতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বদলি আতঙ্ক, চাঁদাবাজিতে ভাগ বসানোসহ নানা হিসাব এখানে কাজ করে। দলীয় প্রশ্রয়ের সঙ্গে প্রশাসনিক মদদ যোগ হলে ছাত্রনেতা নামধারী টেন্ডারবাজ, অস্ত্রবাজদের আর পায় কে!

ভবিষ্যৎ রাজনীতির গুণগত মান বৃদ্ধি, শিক্ষাঙ্গনের সুষ্ঠু পরিবেশ, সেই সঙ্গে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে ছাত্ররাজনীতিকে কলুষমুক্ত করতে হবে এবং এ কাজে এখন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ভূমিকাটাই বেশি প্রত্যাশিত। শিক্ষাঙ্গন, সমাজ কিংবা বৃহত্তর কোনো স্বার্থে অনুপ্রাণিত হয়ে, সাংগঠনিক দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে কেউ আর ছাত্ররাজনীতিতে আসছে না, দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য এটি অশনিসংকেত। কারণ সাংগঠনিক যোগ্যতাসম্পন্ন ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ নেতৃত্বের হাত ধরেই গণতান্ত্রিক কোনো দেশ এগিয়ে যেতে পারে।